দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ: 11 JUL 2009
পৃষ্ঠা: ২ কলাম: ৩

নোট ফটোকপির জালে বন্দি ঢাকা ভার্সিটির শিক্ষার্থীরা

সেমিস্টার পদ্ধতির সুফল মিলছে না

॥ সাইদুর রহমান ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় এখনো কোন পরিবর্তন আসেনি। 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ডে'র শিক্ষার্থীরা পুরানো নোট ও ফটোকপির জালে বন্দি। ফটোকপি করা নোট দিয়ে শিক্ষাজীবন শেষ করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ ছাত্রছাত্রী। উত্তরাধিকার সূত্রে বড় ভাই আর বড় বোনদের কাছ থেকে পাওয়া ১০/১২ বছর আগের বাছাই করা নোট পড়েই পাস হয়ে যাচ্ছে অনার্স-মাস্টার্স। শিক্ষার্থীরা সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ থেকে কোনভাবেই পাস করলেও চাকরিক্ষেত্রে পড়তে হচ্ছে মহাবিপাকে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু হলেও শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তেমনি সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। পুরাতন কালচারকে আয়ত্বে করে তারা কোনভাবে পাঠ সম্পন্ন করছে। ফলে শিক্ষার্থীদের বড় অংশ মেধাশূন্য হচ্ছে।

কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষার্থীদের নোট ফটোকপির কালচার অক্টোপাসের মতো আকড়ে ধরেছে। কোনভাবেই যেন তারা তা থেকে বের হতে পারছেন না। সহজেই নোট ফটোকপির পাওয়ার সুযোগ থাকায় শিক্ষার্থীরা নামি-দামি লেখকদের বই অনুসরণ করে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন বিভাগের সেমিনারে প্রকাশ্যে নোট বিক্রি করা হয়। আবার দশ-পনের বছর আগে পাস করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েছেন এমন অনেকেই পরীক্ষার খাতা দেখার সময় তাদের নোটের হুবহু মিল দেখে রীতিমতো অবাক হচ্ছেন। এই নোট কালচারের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নিম্নমুখী। দিন দিন জ্ঞানের পরিধি সীমাবদ্ধ হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই কালচার (২য় পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

নোট ফটোকপির

(প্রথম পৃঃ পর)

বন্ধের জন্য প্রথম ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষে সমন্বিত কোর্স চালু করলেও কোন কাজ হয়নি। পরবর্তীকালে ২০০৬-২০০৭ সাল থেকে নতুন করে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করা হয়। এখনেও নোট ও ফটোকপি কালচার বন্ধের উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু তার ফলাফলও আশানুরূপ নয়। নোট সরবরাহ করার জন্য ক্যাম্পাসের প্যাডো, লেকচার থিয়েটার, হাকিম চত্বর এলাকায় জমজমাট ফটোস্ট্যাটের ব্যবসা চলছে। হলগুলোর ভিতরে ও নীলক্ষেত-পলাশীসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশের এলাকায় বিপুলসংখ্যক ফটোকপির দোকান গড়ে উঠেছে। সারা বছর পড়াশোনায় মনোযোগ না থাকায় পরীক্ষার কয়েকদিন আগে ছাত্র-ছাত্রীদের এসব দোকানে নোট ফটোকপির জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়তে দেখা যায়। আর এই নোটও প্রায় একই ধরনের, একই হাতের লেখা। মেধার সার্টিফিকেট নিয়ে ভর্তি হলেও এখান থেকে বেরিয়ে যাবার পর চাকরির প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না ঢাকা ভার্সিটি থেকে পাস করা তরুণ-তরুণীরা। নোট ফটোকপির আরেকটি কারণ শিক্ষার্থীরা অতিমাত্রায় পার্টটাইম চাকরিতে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষার্থী নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের। যার জন্য প্রথমবর্ষে একটি ছেলে ভর্তি হওয়ার পরে থাকা-খাওয়ার নিশ্চয়তার জন্য টিউশনি কিংবা পার্টটাইম চাকরির দিকে ঝুঁকতে হয়। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নরত প্রায় ৫৫ভাগ শিক্ষার্থী বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ত। ফলে তারা সারা বছর ভালোভাবে পড়াশোনা করতে পারে না। পরীক্ষার আগে দায়সারাভাবে বন্ধুদের কাছ থেকে গতানুগতিক ধারায় নোট ফটোকপি করে পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ১৫/২০ বছর আগের সিলেবাস থাকার সুযোগে এমনটি হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একেকটি অনুষদে পড়াশোনার সিস্টেম ভিন্ন। বাণিজ্য অনুষদে অনেক আগে থেকে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু রয়েছে। বিজ্ঞান অনুষদে এখনো সনাতনী ধারা চলছে। পাশাপাশি কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে ২০০৬-২০০৭ সাল থেকে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু হয়েছে। কেবল ফটোকপি নোট পড়ে পরীক্ষা দেয়ার ফলে চাকরি ক্ষেত্রে এরা বিপাকে পড়ছে। কোন চাকরির পরীক্ষা দিতে গিয়ে তারা প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে না। তখন হতাশায় ভেঙে পড়ে। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ বিভাগে বাংলা ভাষায় শিক্ষকরা পাঠদান করে থাকেন। ইংরেজিতে কোন পাঠদান করা হয় না বললেই চলে। যে কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ইংরেজিতে একেবারেই কাঁচা থেকে যাচ্ছে।

সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের এক শিক্ষক বলেন, দশ-পনের বছর আগের নোটও ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে এই ফটোকপির মাধ্যমে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েছেন এমন অনেকের নোটও এখনো ছাত্র-ছাত্রীদের ফটোকপি করতে দেখা যায়। তাই গতানুগতিক শিক্ষাক্রমের পরিবর্তন জরুরি।

এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন সিলেবাস দিয়ে শিক্ষকরা এখনো পাঠদান করে থাকেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদে পড়াশোনার সিস্টেমও ভিন্ন। নোট ফটোকপি বাদ দি ? শিক্ষার্থীদেরকে দক্ষভাবে গড়ে উঠতে হবে। এজন্য শিক্ষকদের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদেরকেও এগিয়ে আসতে হবে।